যুগান্তর

তারিখ 13 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

আনন্দ মোহন কলেজে ইন্টারমিডিয়েট কোর্স চালুর দাবি

ময়মনসিংহে সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ নেই : ভর্তি সমস্যা প্রকট

ময়মনসিংহ ব্যুরো

ময়মনসিংহে ইন্টারমিডিয়েট কোর্সের জন্য সরকারি কোন কলেজ নেই। এতে করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অপূরণীয় ক্ষতিসাধিত হচ্ছে। বেশ কয়েকটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও ভেঙে পড়েছে দরিদ্র-মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থা। অথচ শতবর্ষের পুরনো ঐতিহ্যবাহী সরকারি আনন্দ মোহন কলেজে ইন্টারমিডিয়েট কোর্স স্থগিত করার ১২ বছর পরও কোন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। অনুমতি পেলে এ বছর থেকে আবার আনন্দ মোহন কলেজে ইন্টারমিডিয়েট কোর্স চালুর পাশাপাশি ডিগ্রি কোর্সও আবার চালু করা সম্ভব হবে জানালেন কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক পরিষদের নেতৃবৃন্দ। শিক্ষানগরী ময়মনসিংহের আনন্দমোহন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটি আনন্দ মোহন বসুর নামে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৮ সালে। আর সরকারিকরণ হয় ১৯৬৪ সালে। বর্তমানে এ কলেজে অনার্স-মাস্টার্স ও প্রিলিমিনারি পর্যায়ের ১৮টি বিষয়ে নিয়মিত ও অনিয়মিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২২ হাজার। আর শিক্ষক রয়েছেন ১৬২ জন। পদশূন্য রয়েছে ১১ জন শিক্ষকের। কলেজটিকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দিতে ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে ইন্টারমিডিয়েট কোর্স স্থগিত করা হয়। পর্যায়ক্রমে তুলে নেয়া হয় ডিগ্রি (পাস) কোর্সটিও। কিন্তু ১২ বছর পরও কোন সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। সেই সঙ্গে কলেজটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিতও হয়নি। অন্যদিকে সরকারি কলেজগুলোতে বেতন মাত্র ৭৫ টাকা অথচ বেসরকারি কলেজগুলোতে একজন শিক্ষার্থীকে বেতন দিতে হয় সাড়ে ৩শ' থেকে ৫শ' টাকা। এরপরও রয়েছে নানা খাতে অতিরিক্ত টাকা। এতে করে গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীরা মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ঝরে পড়ছে।

ময়মনসিংহ সরকারি আনন্দমোহন কলেজ
যুগান্তর

অভিভাবক নিয়াজ মোর্শেদ জানান, 'ময়মনসিংহ শহরে সরকারি কোন কলেজ না থাকায় তার জিপিএ+৫ প্রাপ্ত ছেলেকে বাধ্য হয়েই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে হচ্ছে। কিন্তু এ ব্যয়ভার তার জন্য খুবই কষ্টকর হবে। অপর এক অভিভাবক আফজাল হোসেন বলেন, সরকারি আনন্দ মোহন কলেজে কোর্সটি চালু হলে খুবই উপকৃত হতাম। কম খরচের পাশাপাশি ছেলেকে ভালো শিক্ষায় গড়ে তোলা যেত। এ অভিপ্রায় বৃহত্তর 'ময়মনসিংহের অধিকাংশ শিক্ষার্থী-অভিভাবকের। এ বছর সরকারি কলেজে ভর্তি সম্পন্ন করতে লেগেছে বিজ্ঞানে ১১৭০ টাকা এবং মানবিক ও ব্যবসা শিক্ষায় ১০৭০ টাকা। সেখানে বেসরকারি কলেজগুলোতে দিতে হচ্ছে প্রায় ৫ হাজার টাকা। এদিকে চলতি শিক্ষাবর্ষে গত ৫ জুলাই থেকে সরকারি কলেজগুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে আশার আলো হচ্ছে, অনুমতি পেলে এ বছর থেকে আবার আনন্দ মোহন কলেজে ইন্টারমিডিয়েট কোর্স চালুর পাশাপাশি ডিগ্রি কোর্সও আবার চালু করা সম্ভব হবে জানিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক পরিষদের নেতৃবৃন্দ। আনন্দ মোহন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এএসএম শামসুর রহমান জানান, ২ সপ্তাহ আগে টেলিফোনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক এ কলেজে আবার ইন্টারমিডিয়েট কোর্স চালু করার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। অধ্যক্ষ আরও বলেন, উপরের লিখিত নির্দেশনা পেলে চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ইন্টারমিডিয়েট কোর্স চালু করা যাবে। এ ব্যাপারে একাডেমিক কাউন্সিলের সভা করে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছে।